পথচারীদের নিরাপদে চলাচলের অন্যতম স্থান হলো ফুটপাত, ফুটপাত ধরেই হাঁটার নিয়ম। কিন্তু রাজধানীর ফুটপাতে ড্রেনে থাকলেও বেশির ভাগে নেই ঢাকনা। দিনদিন ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে পথচারীদের। ডেঙ্গুসহ বিভিন্ন ধরনের মশার উপদ্রবের পাশাপাশি রয়েছে ময়লা-আবর্জনা। এর ফলে ভোগান্তি আর দুর্ভোগে নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠছে রাজধানীবাসীর। দিনে সাবধানতা অবলম্বন করলেও রাতের অন্ধকারে ঢাকনাবিহীন ড্রেনে অনেকেই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। ড্রেনে পথচারী পড়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন বাসা-বাড়ি, অফিস ও হোটেল-রেস্টুরেন্টের ময়লা পানি ও দূষিত পদার্থ নির্গমনে কর্তৃপক্ষ ড্রেন তৈরি করলেও, উন্মুক্ত থাকায় মশা মাছি ও দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হচ্ছে জনজীবন। এ ছাড়া ড্রেনের কিনারা জুড়ে ভারি হচ্ছে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ ফলে পুরো পরিবেশে বসবাস অযোগ্য হয়ে উঠছে। পঁচা ও দুর্গন্ধ পরিবেশে বসবাস করায় স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছেন নগরবাসী। এ ছাড়া ড্রেনের ঢাকনা না থাকায় নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে ছোট শিশুরা। ড্রেনে পড়ে ঘটতে পারে প্রাণহানির মতো দুর্ঘটনা। এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৭৫ শতাংশ আর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৫০ শতাংশ টাইলস করা ফুটপাতের ৮০ থেকে ৭০ শতাংশ ড্রেনে ঢাকনার কোনই ব্যবস্থা নেই। এসব ড্রেনে পরিষ্কার কিংবা ঠিকমত মশার ওষুধ ছিটানো যাচ্ছেনা ফলে দিনেদিনে বাড়ছে কিউলেক্স মশার সংখ্যা। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থার নাজেহাল অবস্থা থাকলেও তা পর্যাপ্ত সংস্কার কাজ হচ্ছে না। আবার কোনো কোনো এলাকায় পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থাও নেই। যে কারণে সামান্য বৃষ্টি হলেই রাজধানীর প্রধান সড়ক থেকে অলিগলি সর্বত্রই ডুবে যাচ্ছে পানিতে। শুরু থেকে এইসব ড্রেনে ঢাকনা ছিলো না তা নয়। দেখা গেছে ম্যানহোলে ঢাকনা না থাকার জন্য প্রধানত দায়ী ভারী যানবাহন ও তুলনামূলক কম মজবুত ঢাকনা। ভারী যানবাহনের চাকার চাপে ঢাকনা ভেঙে যায়। এ ছাড়া পরিচ্ছন্নতাকর্মীরাও ম্যানহোল পরিষ্কার করার সময় অসতর্কতায় ঢাকনা ভেঙে ফেলেন বা খোলা রেখে চলে যান। আবার পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবে বেশির ভাগ ঢাকনা চুরি হয়ে যায়। নেশার টাকা জোগাতে ছোটখাটো চোরের দল রাতের আঁধারে ঢাকনা চুরি করে অল্প টাকায় বিক্রি করে দেয়। এই মৃত্যুফাঁদগুলো দ্রুত বন্ধ করতে আগ্রাসী পদক্ষেপ নিতে হবে। যেসব ঢাকনা চুরি কিংবা ভেঙে গিয়েছে সেগুলো নতুন করে লাগাতে হবে সাথে করে ঢাকনাগুলোর ওজন বাড়াতে হবে যাতে করে সহজে চুরি করা না যায়। সাথেকরে ড্রেনগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ মশার ওষুধ ছিটাতে হবে। তাহলেই জনগণ এই মৃত্যুফাঁদ থেকে মুক্তি পাবে।